بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

একশত ত্রিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ জামা'তে এমন কুরবানীকারী বা ত্যাগ স্বীকারকারী নিষ্ঠাবান মুখলেস দান করে চলেছেন যারা ধর্মের জন্য নিজেদের সাধ্যানুসারে আর অনেক সময় নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে তারা কুরবানী করছেন, ত্যাগ স্বীকার করছেন। আর সেসব মানে উত্তীর্ণ হচ্ছেন আর সেইসব প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ পাচ্ছেন যা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে দিয়েছেন।

তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের বরকতপূর্ণ ঘোষণা এবং পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত জামাতগুলি থেকে কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ও হৃদয় স্পর্শী ঘটনাবলীর বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৯ নভেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন:

مَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ کَمَثَلِ حَبَّۃٍ اَنۡۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِیۡ کُلِّ سُنۡۢبُلَۃٍ مِّائَۃُ حَبَّۃٍ ؕ وَاللّٰہُ یُضٰعِفُ لِمَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ○ اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ثُمَّ لَا یُتۡبِعُوۡنَ مَاۤ اَنۡفَقُوۡا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًی ۙ لَّہُمۡ اَجۡرُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَلَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ○ (سورۃ البقرۃ:262 تا 263) وَمَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰہِ وَتَثۡبِیۡتًا مِّنۡ اَنۡفُسِہِمۡ کَمَثَلِ جَنَّۃٍۭ بِرَبۡوَۃٍ اَصَابَہَا وَابِلٌ فَاٰتَتۡ اُکُلَہَا ضِعۡفَیۡنِ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ یُصِبۡہَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ○ (سورۃ البقرہ:266) اَلشَّیۡطٰنُ یَعِدُکُمُ الۡفَقۡرَ وَیَاۡمُرُکُمۡ بِالۡفَحۡشَآءِ ۚ وَاللّٰہُ یَعِدُکُمۡ مَّغۡفِرَۃً مِّنۡہُ وَفَضۡلًا ؕ وَاللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ○ (سورۃ البقرہ:269) لَیۡسَ عَلَیۡکَ ہُدٰىہُمۡ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَلِاَنۡفُسِکُمۡ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡہِ اللّٰہِ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ یُّوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ○ (سورۃ البقرہ:273) اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ بِالَّیۡلِ وَالنَّہَارِ سِرًّا وَّعَلَانِیَۃً فَلَہُمۡ اَجۡرُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَلَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ○ (سورۃ البقرہ:275)

হুযূর (আই.) বলেন, যে আয়াতগুলো আমি তিলাওয়াত করেছি তা সূরা বাকারার আয়াত, যাতে আর্থিক কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। আর্থিক কুরবানীর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'লা প্রায় ক্রমাগতভাবে এই আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন। এগুলোর অনুবাদ হলো'যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শষ্যবীজের ন্যায় যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শষ্যবীজ থাকে এবং আল্লাহ্ যাকে চান এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞানী।

পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেন, যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে এরপর তারা যা খরচ করে তার সম্বন্ধে খোটা দিয়ে বা কষ্ট দিয়ে বেড়ায় না তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।

আবার আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তার আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু স্থানে অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে এবং যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট আর তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ তা সম্বন্ধে সম্মক দ্রষ্টা।

পরের আয়াতে বলেন, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে নিজ সন্নিধান থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্যদাতা এবং

সর্বজ্ঞানী।
পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের হেদায়াত তোমার ওপর নয় বরং আল্লাহ্ যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আর তোমরা সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কেননা তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করে থাক। আর ধনসম্পদ থেকে তোমরা যা কিছুই খরচ কর তা তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হবে আর তোমাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম ও অন্যায় করা হবে না।
আবার আল্লাহ্তা'লা বলেন, যারা তাদের ধনসম্পদ দিনে এবং রাতেও খরচ করে আর প্রকাশ্যে এবং গোপনেও খরচ করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে প্রতিদান রয়েছে আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে একস্থানে বলেন, আমি যে বার বার আল্লাহ্র পথে খরচের জন্য গুরুত্বারোপ করে থাকি তা খোদার নির্দেশেই করি। ইসলাম অন্যান্য বিরোধী ধর্মের শিকারে পরিণত হচ্ছে, তারা ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে দিতে চায়। অবস্থা যেখানে এমন পর্যায়ে গড়িয়েছে সেখানে আমরা কি ইসলামের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব না? আল্লাহ্ তা'লা তো এ উদ্দেশ্যেই এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই এ জামা'তের উন্নতির উদ্দেশ্যে চেষ্টাপ্রচেষ্টায় লেগে থাকা, এটি খোদার নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুসরণ ও অনুগমন। তিনি বলেন, এটিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে যে খরচ করবে তাকে বেশ কয়েকগুণ ফেরৎ দিব। এ পৃথিবীতে সে অনেক কিছু পাবে এবং মৃত্যুর পর পারলৌকিক প্রতিদানও পাবে যেখানে প্রভূত সাচ্ছন্দ্য লাভ হবে।
মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের অনেক বড় একটি অংশ দরিদ্রশ্রেণী। তবুও খোদার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কারণ যদিও এটি গরীবদের একটি জামা'ত, তা সত্ত্বেও আমি দেখছি তাদের মাঝে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সহানুভূতি রয়েছে। ইসলামের প্রয়োজনকে অনুধাবন করে যথাসাধ্য কুরবানী থেকে তারা পিছিয়ে থাকে না বা কুরবানী করতে দ্বিধা করে না।
হুজুর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ থেকে প্রায় একশত ত্রিশ বছর পূর্বে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, একশত ত্রিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ জামা'তে এমন কুরবানীকারী বা ত্যাগ স্বীকারকারী নিষ্ঠাবান মুখলেস দান করে চলেছেন যারা ধর্মের জন্য নিজেদের সাধ্যানুসারে আর অনেক সময় নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে তারা কুরবানী করছেন, ত্যাগ স্বীকার করছেন। আর সেসব মানে উত্তীর্ণ হচ্ছেন আর সেইসব প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ পাচ্ছেন যা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে দিয়েছেন। এই মান খোদার কৃপায় আজকে শুধু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত এই জামা'তের মাঝেই চোখে পড়ে যার বর্তমান যুগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের ঘটনা যারা এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছেন যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি।
ভারত থেকে তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর শিহাব সাহেব লিখেন, জামা'তে আহমদীয়া চিন্তাকুনটা'র এক মেয়ে সোফিয়া বেগম নিজ ভাইয়ের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান যে, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন মায়ের সাথে জলসায় যেতাম আর আলেমদের বক্তৃতা ইত্যাদি শুনতাম যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের ভিত্তি স্থাপন কে রেন আর এর জন্য আর্থিক কুরবানীর নসীহত করেন তখন মহিলারা হুযূরের কাছে নিজেদের গহনা উপস্থাপন করে, এমন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনে আমার হৃদয়ে বাসনা হতো যে, আমার কাছে যদি গহনা থাকতো তাহলে আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিতাম, কিন্তু দারিদ্রতার কারণে আমার জন্য এটি অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন আমার মায়ের মৃত্যুর পর দুই তোলা স্বর্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তা আমি উপস্থাপন করছি, জানিনা এরপর অলংকার থাকবে কি থাকবে না। তিনি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন যে, আমি তাকে বুঝালাম এবং অন্যরাও বোঝায় যে, আপনার বিয়ে হবে, আপনার গয়নার প্রয়োজন হবে। তিনি অনড় এবং অবিচল থেকে দুই তোলা স্বর্ণের মূল্য যা দাঁড়ায় তা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। গত জুমু'আয় আমেরিকাতেও আমি বলেছি যে, গরিবরা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করছে কিন্তু সম্পদশালী, যারা স্বচ্ছল তাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, তাদের কুরবানীর মান কী এমন যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, মান এমন হওয়া উচিত আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করেন বা গ্রহণ করেন।
ভারত থেকে কর্ণাটকের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেবলিখেন যে, এক বন্ধুর তাহরীকে জাদীদ খাতে আড়াই হাজার টাকা বাকি ছিল। তাকে বলা হয়, তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হতে মাত্র কয়েকদিন বাকি। তিনি বলেন যে, বৃষ্টির কারণে কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। আয়-উপার্জনের কোন আশা নেই। আমি তাকে বললাম, আপনি চাঁদা প্রদানের দৃঢ় সঙ্কল্প করুন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, এটি বলে আমি পরবর্তী জায়গায় চলে যাই। সন্ধ্যা বেলা অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের পর যখন ফিরে আসি, তিনি স্বয়ং মিশন হাউজে আসেন এবং তার পুরো চাঁদা আদায় করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কীভাবে সম্ভব হলো? তিনি বলেন, এটি সঙ্কল্পেরই বরকত, চাঁদা দেওয়ার বরকত এবং খোদার কৃপা। আর

আমি দোয়াও করেছি। এক ব্যক্তির কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা ছিল। বেশ কয়েক মাস ধরে তার পেছনে ঘুরছিলাম কিন্তু কোনভাবেই সে দিচ্ছিল না। কিন্তু আজ সে হঠাৎ করে আমার ঘরে আসে আর টাকা হস্তান্তর করে।

বুরকিনাফাসো থেকে মুবাল্লেগ মুবারক মুনীর সাহেব লিখেন, পিগো জামাতের একজন মুখলেস আহমদী আলহাজ্জ ইব্রাহীম সাহেবের দুই সন্তান কিছুদিন থেকে অসুস্থ। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন কিন্তু ভালো হচ্ছিল না। একদিন আমাদের মুয়াল্লেম সাহেব তাকে আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন আর তিনি নিজ সাধ্যানুসারে চাঁদা দেন এবং দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আমার এই আর্থিক কুরবানী গ্রহণ কর, আমার সন্তানদের তুমি সত্বর আরোগ্য দান কর। তিনি বলেন, কয়েকদিন পরেই আল্লাহ তা'লার ফযলে তার সন্তানদের অবস্থা অনেকটা ভালো হওয়া আরম্ভ হয়। তার এক পুত্র সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যায় আর দ্বিতীয় সন্তানেরও স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার কুরবানী গ্রহণ করে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে আরোগ্য দান করেছেন।

জার্মানীর তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, বোকন জামা'তের এক বন্ধু তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে নয়শত ইউরো বৃদ্ধি করেছেন। এই বন্ধু বলেন, আমি যেদিন ওয়াদা করেছি তার পরের দিনই যখন আমি খামারে যাই মালিক বলেন, আমি তোমার বেতন একশত ইউরো বৃদ্ধি করেছি। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব করে দেখা যায় পুরো নয়শত ইউরো দাঁড়ায়। এই বন্ধু নিজেই বলছিলেন যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করবেন কিন্তু এটি জানতাম না আল্লাহ্ তা'লা ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পূর্বেই ব্যবস্থা করে দিবেন।

আইভোরি কোস্টের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার জন্য এক জায়গায় যাই। এটি নতুন বয়াতকারী জামা'ত। এক বছর পূর্বেই তারা সবাই বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছে। এ গ্রামে তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করা হয় এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয় এবং একই সাথে বলা হয় যে, খলীফাতুল মসীহ্ বলেছেন, সবাই যেন এই আশিসময় সেবায় অংশ নেয়। পরের দিন ফজরের নামাযের পর বন্ধুরা নিজ নিজ সাধ্যানুসারে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করে। মসজিদের ইমাম সাহেবও এই নেক কাজে অংশ নেন। আর তার নিজের পরিবারের পক্ষ থেকেও তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। এরপর তার ছয় বছর বয়স্ক ছেলে তার পিতা থেকে একশত ফ্রাঙ্ক সিফা নিয়ে এসে বলে,এটি আমার চাঁদা। তিনি বলেন, এই শিশুর এই ভঙ্গি দেখে বড় বাৎসল্যবোধ জাগে যে, এই শিশু বয়সে আর্থিক কুরবানীর কতই না গভীর আগ্রহ। আল্লাহ্তা'লা এসব নতুন বয়আতকারীদের আর্থিক কুরবানীকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিন এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণে ভূষিত করুন।

ইন্দোনেশিয়া থেকে এক ভদ্রমহিলা ওয়ারদি সাহেবা লিখেন, গত রমযানে আমাদের পরিবার এক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। আমার শ্বশুর অসুস্থ হয়ে যান, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একমাস পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে যায় যে, ইন্টেন্সিভ কেয়ারে ভর্তি হতে হয়। বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। তখন নামাযে হুযূরের তাহরীকে জাদীদের কল্যাণ সম্পর্কিত খুতবার কথা মনে পড়ে। পরিবারের সব সদস্য সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা সবাই এ বছর রমযান মাসে তাহরীকে জাদীদের শতভাগ চাঁদা পরিশোধ করবো। আর কার্যত শতভাগ চাঁদাই তারা পরিশোধ করেন আর আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর আর্থিক ত্যাগের ফলে আমার শ্বশুরের স্বাস্থ্য ভালো হতে থাকে। কয়েকদিন পর ডাক্তার তাকে ঘরে যাবার অনুমতি দেন। ঘরে গিয়ে যখন প্রতিবেশীদের অবহিত করেন আর তারা যখন জানতে পারেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন তখন তারা আশ্চর্য হয় যে, এটি কীভাবে সম্ভব হলো, এত ভয়াবহ রোগের ফলে মৃত্যুর কবলে নিপতিত ব্যক্তি কীভাবে ফিরে এল!

কঙ্গো ব্রাসবেইলের মোয়াল্লেম সাহেব লিখছেন, এক বন্ধু মোয়াবেলি সাহেবের সন্তান বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ তার কাছে যখন চাঁদার জন্য যাওয়া হয় তিনি চাঁদা দিয়ে দেন। একইসাথে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! এই চাঁদার বরকতে আমার সন্তানকে আরোগ্য দান কর। সেই বন্ধু বলেন, এর কয়েকদিন পরেই আমার ছেলের সাস্থ্য বহাল হয় আর আমি নিজে আশ্চর্য হই যে, কিভাবে আমাদের খোদা দোয়া গ্রহণ করেন। আর আমাদের তুচ্ছ কুরবানী গ্রহণ করেন।

কানাডার লাজনার সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেন, এক বোন বলেন, তার স্বামী তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার ডলার দেওয়ার ওয়াদা করেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বেকার ছিলেন, তাই চাঁদা পরিশোধ করা সম্ভব হয় নি। বছর শেষ হতে মাত্র এক সপ্তাহ বাকি ছিল। সেক্রেটারী মাল সাহেব তার ঘরে চাঁদার জন্য যান। তার স্বামী ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে বলেন আমার কাছে তো কিছুই নেই কী করবো? এতে স্ত্রী বলেন, তাকে খালি হাতে তো ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। তার কাছে সঞ্চয়ের একহাজার ডলার ছিল, তা তিনি চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেন। চাঁদার বরকতে এক মাসের মধ্যেই তার স্বামীর মাসিক ৭ হাজার ডলার বেতনের চাকরি হয়।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, ইস্ট ডিস্ট্রিক্টের এক গ্রাম জাররা-এর এক বন্ধু রীতিমত তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিতেন। সম্প্রতি তাদের গ্রামে গবাদি পশুর মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে গ্রামের পশু মরতে আরম্ভ করে আর প্রায় সব

মানুষেরই গবাদি পশু মারা যায়। সামেয়া সাহেবের একটি প্রাণীও মারা যায়নি। গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করে যে, তোমার কোন পশু না মরার কারণ কী? তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক বছর আমার গবাদি পশুর একটি বিক্রি করে চাঁদা দেই। আর এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমার গবাদি পশুকে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখেছেন। তখন গ্রামের অন্য সাত বন্ধু , যারা আহমদী ছিল, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে । তারা দেখে যে, তাদের গবাদি পশুর স্বাস্থ্যও উত্তরোত্তর ভালো হতে থাকে। অথচ পশু ডাক্তার বা ভেটেনারী ডাক্তার বলেছিল যে, কোন প্রাণীই এই রোগ থেকে রেহাই পাবে না। কয়েকদিন পর ভেটেনারী ডাক্তার যখন পুনরায় আসে আর বিভিন্ন প্রাণীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তখন জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের গবাদি পশুর কী চিকিৎসা তোমরা করেছ যার ফলে এগুলো সুস্থ হয়ে উঠেছে?তখন গ্রামের এক বৃদ্ধা মহিলা চাঁদার রশিদ নিয়ে আসে এবং বলে যে, এটিই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি। তখন ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে যায়। আর বলে যে, সেই ডাক্তারও আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে গবেষণা করবে। তাকে জামাতের অনেক বই-পুস্তক দেয়া হয়। সুতরাং পৃথিবীর অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের মাঝেও দেখু ন ঈমান ও নিষ্ঠা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে! আর তাদের এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, খোদার ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসই অন্যদেরও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার ঈমান এবং বিশ্বাস ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করুন এবং সবসময় তাদের ওপর যেন তাঁর স্নেহদৃষ্টি থাকে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, খোদা তা'লার ফযল ও কৃপারাজি সংক্রান্ত এই সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নভেম্বরের প্রারম্ভে যেভাবে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা হয়, আমি নববর্ষের ঘোষণা দিতে গিয়ে গত বছরের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। এ বছর অর্থাৎ ১ লা নভেম্বর থেকে তাহরীকে জাদীদের ৮৫তম বছরের সূচনা হয়েছে। ৮৪তম বছরে আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে তার প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে এ বছর আল্লাহ্ তা'লা নিষ্ঠাবানদেরকে ১২.৭৯ মিলিয়নেরও বেশি পাউন্ড কুরবানী করার বা প্রদানের তৌফিক দিয়েছেন। অর্থাৎ এক কোটি ২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউন্ড এটি। আর গত বছরের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এটি দুই লক্ষ ১২ হাজার পাউন্ড বেশি। পৃথিবীর প্রতিকুল পরিস্থিতি আর অনেক দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই চাঁদা প্রদানের তৌফিক দিয়েছেন।

হুজুর (আই.) বলেন, মোট সংগ্রহের দিক থেকে পাকিস্তান প্রথম স্থানে থাকেই। এরপর প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানী, দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য, তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম ঘানা, দশম মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ।

মাথা পিছু আদায়ের দিক থেকে সুইজারল্যান্ড প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইডেন, বেলজিয়াম,জার্মানি, কানাডা এবং ফিনল্যান্ড।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো যথাক্রমে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, এবং তানজানিয়া।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দপ্তর আউয়াল এর সব হিসাবও খোলা রয়েছে, যার সংখ্যা হলো ৫৯২৭।

কুরবানীর দিক থেকেভারতের প্রথম দশটি বড় জামা'ত হলো যথাক্রমে-পাঞ্জাবেরকাদিয়ান,তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, কেরালার পাথা প্রিয়াম, চেন্নাই এর তামিলনাড়ু, কেরালার কালিকাট, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরু, পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা, কেরালার পাঙ্গারী, কেরালার নূর টাউন এবংকর্ণাটকের ইয়াদগীর। কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে কেরালা, এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

আল্লাহ্ তা'লা এই সকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে বরকত দিন.....।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 9 November 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B